

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামো

সিলেট-তামাবিল রাস্তা ৪ - লাইনে উন্নয়ন প্রকল্প

আগস্ট ২০১৯

সূচিপত্র

আদ্যক্ষর সমষ্টি.....	৪
অধ্যায় ১- ভূমিকা.....	৫
১.১ প্রকল্পের বর্ণনা.....	৫
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য.....	৫
দ্বিতীয় অধ্যায় - আইনী কাঠামো.....	৭
২.১ জাতীয় আইন.....	৭
২.২ এআইআইবি নীতিমালা.....	৮
২.৩ এআইআইবি এবং বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালার ফারাক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা.....	৯
অধ্যায় ৩ - জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন.....	১৫
৩.১ জমির ক্ষতি.....	১৫
৩.২ অবকাঠামোগত ক্ষতি.....	১৫
৩.৩ ফসল ও গাছের ক্ষতি.....	১৫
৩.৪ কমিউনিটি অবকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সমূহ.....	১৫
৩.৫ জেভার প্রভাব.....	১৬
৩.৬ পুনর্বাসন পরামর্শ.....	১৬
৩.৭ আয় এবং জীবনধারণের উপর প্রভাব.....	১৬
অধ্যায় ৪ - মালিকানার কাঠামো.....	১৭
৪.১ সামগ্রিক নীতি.....	১৭
৪.২ ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য যোগ্যতা.....	১৭
৪.৩ ক্ষতিপূরণ ইউনিট হার নির্ধারণ নীতিমালা.....	১৮
৪.৪ পরামর্শ ও তথ্যপ্রচার.....	১৮
অধ্যায় ৫ মালিকানা স্বত্ব সূচক এবং প্রশমন ব্যবস্থা.....	১৯
৫.১ মালিকানা স্বত্ব, সহায়তা এবং উপকার.....	১৯
৫.২. আয় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন.....	২২
৫.৩. কমিউনিটি সম্পদ এবং অবকাঠামো.....	২২
৫.৪. অসহায় পরিবারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা.....	২২
অধ্যায়-৬ : ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি.....	২৩

৬.১ নিশ্চিতকরণ সমীক্ষা	২৩
৬.২ ক্ষতিপূরণের হিসাব	২৩
৬.৩ অসহায় পরিবারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা	২৩
৬.৪ অসম জেভার প্রভাব নিরূপণ	২৩
অধ্যায় ৭ঃ আয় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন	২৪
৭.১ আয় পুনরুদ্ধার কর্মসূচি, সকল ধরনের জীবিকা পুনরুদ্ধার করার একাধিক বিকল্প ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি	২৪
৭.২ সামাজিক সুরক্ষা সরবরাহ করার পরিমাপক	২৪
৭.৩ অসহায়দের সহায়তা করার বিশেষ ব্যবস্থা	২৫
৭.৪ চিহ্নিত জেভার ইস্যু সমাধান করার ব্যবস্থা	২৫
অধ্যায়-৮ঃ পরামর্শ এবং অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া	২৬
৮.১ অংশীদারদের (স্টেকহোল্ডার) পরামর্শ	২৬
৮.২ তথ্য প্রকাশ	২৭
৮.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম)	২৭
৮.৪ আইটি ভিত্তিক অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া	২৮
অধ্যায় ৯: নিরক্ষণ এবং প্রতিবেদন	২৯
৯.১. ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ	২৯
৯.২ জীবিকা পুনরুদ্ধার	২৯
৯.৩ বহিঃ পর্যবেক্ষণ	২৯
অধ্যায় ১০: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	৩১
অধ্যায়-১১ঃ সমন্বিত বাজেট এবং কার্যক্রমের সময়সূচি	৩৩

আদ্যক্ষর সমষ্টি

এআইআইবি	এশিয়ান অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক
এপি	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি
সিসিএল	আইনের আওতায় নগদ ক্ষতিপূরণ
সিআরও	প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা
ডিএমএস	বিস্তারিত পরিমাপ জরিপ
ইএমএ	বহি পর্যবেক্ষণ সংস্থা
ইপিজেড	ওপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল
ইএসএফ	পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো
ইএসআইএ	পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
ইএসএস	পরিবেশগত এবং সামাজিক মান
ইজেড	অর্থনৈতিক অঞ্চল
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
জিবাস্তুচ্যুত ব্যক্তি	মোট দেশীয় পণ্য
জিআরসি	অভিযোগ নিরসন কমিটি
আইজিএ	আয় বর্ধন ক্রিয়াকলাপ
আএমটি	স্বতন্ত্র মনিটরিং দল
আইএনজিও	আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা
জেভিসি	যৌথ যাচাই কমিটি
এলএমএস	জমি বাজার জরিপ
এমডিবি	বহু পার্শ্বিক উন্নয়ন ব্যাংক
এনজিও	বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
এনআরএস	জাতীয় পুনর্বাসনের পরামর্শদাতা
পিএপি	প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তি
পিডি	প্রকল্প পরিচালক
পিবাস্তুচ্যুত ব্যক্তি	প্রকল্প বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি
পিআইএ	প্রকল্প বাস্তুবায়ন সংস্থা
পিআইইউ	প্রকল্প বাস্তুবায়ন ইউনিট
পিএভিসি	সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি
পিডব্লিউডি	গণপূর্ত বিভাগ
আরএপি	পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা
আরভি	প্রতিস্থাপনের মূল্য
আরওডব্লিউ	রাস্তার দিক সীমানা
সওজ	সড়ক ও জনপথ বিভাগ
এসইজেড	বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল
এসএমভিটি	ধীরে চলমান যানবাহন ট্রাফিক
এসআরজি	কাঠামো পুনর্গঠন অনুদান
এসটিজি	কাঠামো স্থানান্তর অনুদান

পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামো

অধ্যায় ১-ভূমিকা

১.১ প্রকল্পের বর্ণনা

বিদ্যমান সিলেট-তামাবিল সড়কটির দুইদিকে ধীরগতিশীল যান (এসএমভিটি) চলাচল লেনের ব্যবস্থাসহ ৪-লেন সড়কে উন্নীত করা হবে যা এশিয়ান হাইওয়ে (এএইচ-১ এবং এএইচ-২), বিমসটেক করিডোর (করিডোর-৩) এবং সার্ক হাইওয়ে করিডোরের (এসএইচসি-৫) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে কাজ করবে। যার ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে দ্রুততা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

তামাবিল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সাথে যোগাযোগের ফলে এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রকল্পের সড়ক করিডোরের মধ্যে যারা বসবাস এবং কাজ করেন তাদের মধ্যে এ বর্ধিত যানবাহনের ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে।

পূর্ব ভারত ও ঢাকার মধ্যে বাণিজ্যিক এবং আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগে সড়ক করিডোরের বর্ধিত ব্যবহারের মাধ্যমে আরও অর্থনৈতিক সুবিধা আশা করা যেতে পারে।

আমরা সকলেই জানি, সিলেট বাংলাদেশের চা শিল্পের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সিলেটে বর্তমানে নির্মাণ শিল্প ও দ্রুতবৃদ্ধি পাচ্ছে। তেল ও গ্যাস খাতের কেন্দ্রের পাশাপাশি দেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ এখানে রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার সিলেট বিভাগে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সড়কটির উন্নয়নের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকা এবং বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের সাথে তামাবিলের মাধ্যমে পূর্ব ভারতকে সংযুক্ত করবে।

গুরুত্ব বিবেচনা করে, সীমিত সামর্থ্যে প্রস্তাবিত ২-লেনের সড়কটি এই উপ-আঞ্চলিক অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ, যেখানে ধীর গতিশীল যানবাহন চলাচলের লেনের ব্যবস্থা নেই, ফলে অনিরাপদ এই সড়কে বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন যানজট সৃষ্টি হয়। রাস্তাটির বেশীর ভাগই চলাচলের জন্য নিম্নমানের এবং সিলেট থেকে তামাবিলের মধ্যে রাস্তাটির উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিদ্যমান এই দ্বি-লেন মহাসড়কের ভবিষ্যৎ ট্র্যাফিক প্রবাহ পূরণ করার সক্ষমতা সীমাবদ্ধ হবে। এই রাস্তাটি ৪-লেনের মহাসড়কে সম্প্রসারণ করার ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের সক্ষমতা, গতিশীলতা এবং সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের দ্বারা সম্ভাব্য সুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা যেতে পারে-

- ঢাকা-সিলেট-তামাবিল করিডোরের মাধ্যমে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপন;
- স্থলবন্দর, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে (ইজেড) সহজে যোগাযোগ
- এই অঞ্চলের ইপিজেড এবং ইজেড-এ নতুন বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি;
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
- নতুন পর্যটন অঞ্চল উন্নয়নের জন্য উন্মুক্ত সুযোগ;
- উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

প্রকল্পটির কিছু প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক সুবিধা রয়েছে। যথা:

- পর্যটনের উন্নয়ন;
- জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান;
- শিল্পের উন্নয়ন;
- অঞ্চল গুলোতে নতুন বিনিয়োগ বৃদ্ধি;
- বিশাল কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি;
- মানুষের গতিশীলতা বৃদ্ধি, যা জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - আইনী কাঠামো

২.১ জাতীয় আইন

বাংলাদেশে সম্পত্তির ক্ষতি পূরণের জন্য মূলনীতিগুলো সংবিধানের ৪২ ও ৪৭ অনুচ্ছেদ দ্বারা স্বীকৃত। বাংলাদেশে জমি অধিগ্রহণে পরিচালিত বর্তমান আইন হল স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (এআরআইপিএ) আইন, ২০১৭। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (এআরআইপিএ) আইন, ২০১৭, (যাহা, আইন ২০১৭) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (এআরআইপিএ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ (এর পরবর্তী সংশোধনসমূহ ১৯৯৪) বাতিল করে এবং বর্তমানে এটি বাংলাদেশে জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলে আইনী সহায়তা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আইন ২০১৭ এর আওতায় প্রয়োজনীয় যে সকল ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় (১) স্থায়ীভাবে জমি এবং সম্পদ অধিগ্রহণের জন্য (স্থায়ীফসল, গাছ, ঘর সহ); এবং (২) এই অধিগ্রহণের ফলে অন্য কোন ক্ষয়ক্ষতি। আইন ২০১৭, মালিকদের জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং এ আইনে সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য "ন্যায্য মূল্য" পরিশোধের জন্য বিধান রয়েছে। আইন ২০১৭ এর ধারা ৪ এর অধীনে নোটিশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জমির মালিক, জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারবেন। আইন ২০১৭ তে প্রকল্প-প্রভাবিত ব্যক্তিদের আইনী মালিকানা রেকর্ড ছাড়া যেমন: অবৈধ বসবাসকারী, দখলদার, অনানুষ্ঠানিক ভাড়াটে এবং ইজারাধারীদের (দলিলছাড়াই) স্বীকার করে না এবং অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ করে না। মালিকানাভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবন-জীবিকা পুনঃস্থাপনের জন্য, পুনর্বাসনের সহায়তা এবং স্থানান্তর ভাতারও কোন বিধান এই আইনে নেই।

জেলা প্রশাসক প্রদত্ত অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তির তারিখে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের "বাজার মূল্য" নির্ধারণ হয় (আইন ২০১৭ এর ধারা ৪ এর অধীন)। এর পরে জেলা প্রশাসক সরকারী অধিগ্রহণের জন্য আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল)-এর জন্য জমির মূল্যায়িত মূল্যের ২০০% প্রিমিয়াম/অতিরিক্ত যুক্ত করে। জমিটির জন্য প্রদত্ত সিসিএল সাধারণত "বাজারমূল্য" এর চেয়ে কম হয় কেননা মালিকেরা সাধারণত রেজিস্ট্রেশনের সময় কম শুল্ক দেওয়ার জন্য নিম্নমূল্যে রিপোর্ট করে। যদি অধিগ্রহণকৃত জমিতে আইনীভাবে লিখিত চুক্তির আওতায় বর্গা চাষী দ্বারা আবাদকৃত ফসল থাকে, তবে ক্ষতিপূরণের অর্থের কিছু অংশ চুক্তি অনুসারে বর্গা চাষীকে নগদে প্রদান করতে হবে। অবকাঠামো, ফসল এবং গাছের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদানের জন্য নির্ধারিত মানের ১০০% প্রিমিয়াম জেলা প্রশাসক যুক্ত করেন।

যদি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিতর্ক থাকে তবে সালিশির জন্য বিকল্প যথাযথ পদ্ধতি রয়েছে। অপরিহার্য না হলে কোনও উদ্দেশ্যেই উপাসনালয়, কবরস্থান ও শ্মশানক্ষেত্র অধিগ্রহণের দরকার নেই। তবে অধিগ্রহণ অপরিহার্য হলে এটি প্রতিস্থাপন এবং পুনঃনির্মাণ তহবিল প্রকল্পে বরাদ্দ রাখতে হবে।

অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বারা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে; (১) সমস্ত বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ এবং পরিচয় পত্র প্রদান; (২) শুমারির মাধ্যমে চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ; (৩) স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ ফাইল এবং স্বত্বাধিকার পত্র প্রস্তুতকরণ; (৪) ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিবরণী প্রস্তুতকরণ (৫) সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ; (৬) জমি এবং অন্যান্য সম্পদের প্রতিস্থাপন ব্যয় প্রদান; (৭) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন; (৮) দরিদ্র মহিলা এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর সহায়তার জন্য বিশেষ বিধান; (৯) আয় এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি; (৮) স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রকল্পের সুবিধা; (৯) পুনর্বাসন বিভিন্ন সুবিধাগুলো, তদারকি ও মূল্যায়ন করার জন্য পরিচালন তথ্য ব্যবস্থা; এবং (১০) পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) বাস্তবায়নে এনজিওর অংশ গ্রহণ ইত্যাদি। যমুনা সেতু রেলওয়ে লিংক প্রকল্প, দক্ষিণ-পশ্চিম সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জলসম্পদ পরিকল্পনা ও পরিচালন প্রকল্পসহ অন্যান্য এমডিবি-র অর্থায়িত প্রকল্প গুলোতেও অবিচ্ছিন্ন পুনর্বাসনের সফলভাবে সমাধান করা হয়েছে।

২.২ এআইআইবি নীতিমালা

পরিবেশ ও সামাজিক টেকসই সম্পর্কিত বিষয়গুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে এআইআইবির "পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস)" আকারে একটি নীতি রয়েছে। এআইআইবি অবকাঠামোগত উন্নয়নে এবং এশিয়ার আন্তঃসংযোগ বর্ধনের জন্য তার আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফলাফল অর্জনে এটিকে মৌলিক দিক হিসাবে বিবেচনা করে। এই নীতিটির উদ্দেশ্য হল পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে একীভূত করে, এমন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই উন্নয়নের ফলাফল অর্জন।

এআইআইবির তিনটি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস) রয়েছে, যা নিম্নলিখিত বাধ্যতামূলক পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রয়োজনীয়তা গুলো নির্ধারণ করে:

- ইএসএস ১: পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা (ইএসএস ১);
- ইএসএস ২: অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ইএসএস ২);
- ইএসএস ৩: আদিবাসী লোক (ইএসএস ৩)।

এআইআইবি কোন অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে এ নীতি অনুসরণ করে। প্রকল্পের হস্তক্ষেপের কারণে কোন অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে এআইআইবি সাবধানতার সাথে প্রতিটি প্রকল্প স্ক্রিনিং করে। এর মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস) ২-এ সংজ্ঞায়িত শারীরিক এবং অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি উভয়ই রয়েছে যা এআইআইবির পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর আওতায় 'অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন' (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬; সংশোধিত ফেব্রুয়ারী, ২০১৯)।

ইএসএস ২ স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে, এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এড়াতে কোনও বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায়না। এই ক্ষেত্রে এআইআইবি ক্লায়েন্টের পুনর্বাসনের কার্যক্রমটি টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচী হিসাবে পরিচালিত হয়েছে তা নিশ্চিত করবে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের মুখোমুখি সদস্যদের প্রকল্পের সুবিধাগুলো ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ক্লায়েন্টকে পর্যাপ্ত সংস্থান করতে হবে।

কোন অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে, প্রকল্পের প্রভাবগুলোর মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য ক্লায়েন্টকে পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামো এবং/অথবা পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) প্রস্তুত করা প্রয়োজন। প্রভাব গুলোর মাত্রা যেমন (১) স্থানচ্যুত হওয়া, শারীরিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে, এবং (২) প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তি (পিএপি)গণের দুর্বলতার পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বিস্তৃত পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) হয় এই আরএপি দ্বারা। সেই সাথে এই আরপিএফ-এর আরএপি-তে জীবিকা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে, প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (পিএপি) পুনর্বাসনের ফলে জীবনযাত্রার অবনতি বা আরও খারাপ অবস্থানে না যায় তা নিশ্চিত করা।

পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (২০১৯) অনুসারে, এখানে জমির আইনী মালিকের পাশাপাশি মালিকানাভূহীন জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অথবা জমির আইনগত অধিকারবিহীন লোকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে এআইবি স্বীকৃতি দেয়। এই গ্রাহকরা যাতে পুনর্বাসন সহায়তা এবং সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ পান তা ব্যাংকের ক্লায়েন্ট দ্বারা নিশ্চিত করা প্রয়োজন; প্রকল্পটির জন্য আরএপি-তে প্রতিষ্ঠিত চূড়ান্ত তারিখ অনুসারে এগুলো নিশ্চিত হবে। এছাড়া পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে এই লোকদের ক্লায়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করবে।

২.৩ এআইআইবি এবং বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা ফারাক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

সরকারী আইন এবং এআইআইবির নীতিমালার মধ্যে ব্যবধান গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং শূন্যস্থান পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

- ২০১৭ আইনে সরকারী জমিতে অননুমোদিত দখলকারীদের স্বীকৃতি দেয় না এবং বাস্তবায়ন এড়ানো বা হ্রাস করার বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। এআইআইবি নীতিমালায় প্রকল্পের বিকল্পগুলো অন্বেষণের মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে এড়ানো বা কমপক্ষে বিরূপ প্রভাব হ্রাসের প্রয়োজন।
- ২০১৭ আইন এর মাধ্যমে বিরূপ সামাজিক প্রভাবগুলো পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয় উদাহরণ স্বরূপ, পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং/বা পিএপি স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কোন বিধান নেই; অন্যদিকে, এআইআইবি নীতিগুলো, প্রকল্পের সুবিধা ও অবস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক প্রভাব গুলো স্ক্রিন করে প্রাক-প্রকল্পের স্তরের তুলনায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জীবন-জীবিকা বাড়াতে বা কমপক্ষে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। প্রকল্পের ধরণ ইত্যাদি আইনী ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এই ২০১৭ আইনে পুনর্বাসন সহায়তার কোনও বিধান নেই।
- ২০১৭ আইনে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণে স্টেকহোল্ডারের আলোচনার বিধান নেই। এআইআইবি নীতি অনুযায়ী প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের অংশীদারদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইনপুটগুলো পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শ প্রয়োজন।

২০১৭ আইনে জেলা প্রশাসক বরাবর সম্পত্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর অভিযোগ সমাধানের একাধিক প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে জীবিকার ক্ষতি, জনসাধারণের অবকাঠামোতে অ্যাক্সেস নষ্ট হওয়া, অধিগ্রহণ ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রভাবের কারণে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি থেকে শুরু করে পুনর্বাসনের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অভিযোগ শোনার কোন ব্যবস্থা নেই। সওজ স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগের প্রতিকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা সহজেই অনুধাবনযোগ্য এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াশীল; যার মধ্যে জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার রয়েছে।

পরিশেষে, এআইআইবি নীতিমালা অনুযায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে জেল্ডার সংক্রান্ত সমস্যা এবং দুর্বল গোষ্ঠী বিশেষত মালিকানাভূহীন এবং ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দেয়। ক্ষতিপূরণ, প্রতিস্থাপন ব্যয় (ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ এবং আয়ের জন্য) এবং পুনর্বাসন ও জীবিকার সহায়তার ক্ষেত্রে, আইনী অধিকারবিহীন পিএপি-দেরও বিবেচনায় নেওয়া হবে। আরএপি-তে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা এসব নীতিগত দুর্বলতাগুলোর সমাধান করা হয়েছে, যেমন : পিএপিদের জীবনযাত্রার মান উন্নতি বা কমপক্ষে পুনরুদ্ধার করবে। দারিদ্র সীমার নীচে, ভূমিহীন, প্রবীণ, মহিলা ও শিশু, আদিবাসী এবং জমির মালিকানাভূহীন ব্যক্তিসহ দুর্বল গোষ্ঠীগুলোতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। সংক্ষেপে, এই প্রকল্পে যুক্ত হওয়া পদক্ষেপগুলো এআইআইবির-পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদণ্ড-২ পুরোপুরি মেনে চলে। নিম্নলিখিত টেবিলে এআইআইবি নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

টেবিল: পুনর্বাসন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং এআইআইবি সুরক্ষানীতি গুলোর মধ্যে তুলনাঃ

ক্রমিক নং	এআইআইবি ইএসএস ২	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (এআরআইপিএ) আইন, ২০১৭	২০১৭ আইন এবং এআইআইবির ইএসএস ২ এর মাঝে অসামঞ্জস্যতা এবং তা নিরোসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
১	যেখানেই সম্ভব অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এড়ানো উচিত	আইনে সংজ্ঞায়িত হয়নি	২০১৭ আইন অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন কমানোর ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে না। কিন্তু সরকার এই পদ্ধতিটিকে একটি বিশেষ অনুশীলন হিসাবে ব্যবহার করে।
২	প্রকল্প এবং ডিজাইনের বিকল্পগুলো অন্বেষণ করে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন হ্রাস	আইনটিতে এতটা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। অধিগ্রহণ অপরিহার্য বলে গণ্য না করা হলে কোনও উদ্দেশ্যেই উপাসনা, কবরস্থান ও শাশানক্ষেত্র অধিগ্রহণের দরকার নেই।	আইন ২০১৭ এগুলো মোকাবেলা করে না এবং এআইআইবি ইএসএস ২ ও অনুসরণ করে না, কারণ আইন ২০১৭ এ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সাধারণ সম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস বা বিকল্প নকশা করার কোন বিধান নেই।
৩	বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের আদমশুমারি ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ	২০১৭ আইনে বর্ণিত হয়েছে যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমির জন্য অনুরোধ অনুমোদনের পরে, অধিগ্রহণকারী জমিতে প্রাপ্ত সম্পদ এবং সম্পত্তি গুলোর তালিকা করবে। ইনভেস্টরি ফর্মটিতে ব্যক্তির নাম, জমির পরিমাণ এবং গুণমান, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ এবং বাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ থাকে। চূড়ান্ত তারিখ হল জমি অধিগ্রহণের সাপেক্ষে বিভক্ত প্রকাশের তারিখ এবং এরপর জমিতে কোন পরিবর্তন বা উন্নতি করলে তা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।	২০১৭ আইনে আদমশুমারি জরিপের প্রয়োজন হয় না। এটি কেবল বিদ্যমান ক্ষতির পরিমাণ প্রতিফলিত হয় এবং কেবলমাত্র মালিকদের নাম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে। ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, অসহায় ও আয় বঞ্চিত ব্যক্তিদের খানা জরিপের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদনের কথা এআইবি নীতিমালায় বলা আছে, যা ভূমি স্থানান্তর ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য জরিপের প্রয়োজনকে সংযুক্ত করে এই আরপিএফ শূন্যস্থান পূরণ করে।
৪	বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সাথে অর্থবহ পরামর্শ এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণে তাদের	অধ্যাদেশের ৩ নং ধারায় বিধান করা হয়েছে যে যখনই জেলা প্রশাসক যে কোন সম্পদের প্রয়োজন বা জনস্বার্থে বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে, তিনি	২০১৭ আইন, এআইআইবি ইএসএস ২ সরাসরি পূরণ করে না। অধ্যাদেশের এই ধারাটি তথ্য প্রকাশ/ জনসমর্থনের পরিপন্থী। এতে জনসভা ও প্রকল্প প্রকাশের কোন ব্যবস্থা নেই,

	অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	নির্ধারিত জায়গায় সম্পত্তি বা তার নিকটে সুবিধাজনক স্থানে প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য একটি নোটিশ প্রকাশ করবেন।	তাই জমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য, এর প্রস্তাবিত ব্যবহার, বা ক্ষতিপূরণ, অধিকার, এবং বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা হয় না। আরপিএফ এ যথাযথ পরামর্শ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে সমস্ত স্টেকহোল্ডার (বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, সরকারী বিভাগ/লাইন এজেন্সিগুলো, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এনজিও ইত্যাদি) জড়িত থাকে, এবং পরামর্শ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের সমস্ত পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং পর্বসহ বাস্তবায়ন পরবর্তী পর্যন্ত প্রণয়ন হবে।
৫	অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা	৪ নং ধারা জমির মালিককে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে অনুমতি দেয়। নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আপত্তিপত্র জমা দেওয়া উচিত। এরপরে জেলা প্রশাসক অভিযোগগুলো শুনবেন এবং তদন্তকারীদের আপত্তি দাখিলের জন্য দেওয়া ১৫ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ৩০ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন এবং কার্যনির্বাহী রেকর্ড তৈরি করবেন।	৪ ধারার বিধানটি এআইআইবিবির অভিযোগ এবং প্রতিকারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরপিএফ- এর অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত একটি বিশেষ বিধান রয়েছে, যার মধ্যে অভিযোগ নিরসন কমিটি গঠন, সালিস নিয়োগ এবং শুনানির নোটিশ প্রকাশ ও কার্যকারিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এলএএন্ডআর সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্তরা দাখিল করতে পারেন।
৬	বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহ উন্নত বা কমপক্ষে সুরক্ষাকরণ।	২০১৭ আইন উপার্জন হ্রাস, জীবিকা নির্বাহ বা মালিকানা সত্ত্বহীন ব্যক্তিদের ক্ষতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে সম্বোধন করে না। এটি কেবল আইনী মালিকের জমি, অবকাঠামো, ফসল এবং গাছ ইত্যাদির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে কাজ করে।	আইন ২০১৭ এআইআইবিই এসএস ২ মেনে চলে না, কারণ চাকরি ও ব্যবসায়ের ক্ষতি থেকে আয় ও জীবিকার উপর প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করার জন্য বা হারানো আয় এবং জীবিকা নির্বাহের কোনও বিধান নেই। আরপিএফ একটি আদমশুমারি জরিপের বিধান রেখেছে যাতে আয় ও জীবিকার ক্ষতির তথ্য থাকবে এবং শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাস্ত্বচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুসারে একই ক্ষতিপূরণ

			দেওয়া হবে।
৭	ভূমিভিত্তিক পুনর্বাসন কৌশল	আইন ২০১৭ এই সমস্যা গুলোকে সম্বোধন করে না।	আইন ২০১৭ এআইআইবিই এসএস ২ এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনা। আরপিএফ এ যদি সম্ভব হয় জমির পরিবর্তে জমির ক্ষতিপূরণটিকে অগ্রাধিকার হিসাবে প্রস্তাব করে। জনগোষ্ঠীর সম্মতি এবং জমির মূল্য অনুসন্ধান করে বিকল্প জমির সন্ধানের চেষ্টা করা হবে। তবে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের নগর উন্নয়ন প্রকল্প বিবেচনায় একটি কঠিন প্রস্তাব হতে পারে।
৮	সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রতিস্থাপন ব্যয়ের নীতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত।	আইন ২০১৭ বলেছে যে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে: (১) অধিগ্রহণের ১ম নোটিশ প্রকাশের পূর্ববর্তী ১২ মাসের গড় বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে সম্পত্তির প্রতিস্থাপন ব্যয়; (২) স্থায়ী ফসল এবং গাছের ক্ষতি; (৩) জমি দখলকারী ব্যক্তির অন্যান্য সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষতি; (৪) অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাবর বা অস্থাবর, এবং / অথবা উপার্জনের উপর বিরূপ প্রভাব; এবং (৫) বাসস্থান বা ব্যবসার স্থান পরিবর্তনের ব্যয়। অধিগ্রহণযোগ্য সম্পত্তিটির প্রতিস্থাপন ব্যয়কেও জেলা প্রশাসক ৫০% অতিরিক্ত প্রদান করে।	আইন ২০১৭ এআইআইবিই এসএস ২ এর সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে ক্ষতিগ্রস্ত জমিও সম্পদের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যেখানে এআইআইবিই প্রকল্প অঞ্চলে বর্তমান বাজারের দর ব্যবহারের প্রস্তাব দেয়। আইন ২০১৭ বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের আয় প্রতিস্থাপন ব্যয় বা পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করে না। আরপিএফ এই সমস্ত বিষয়গুলোকে সম্বোধন করে এবং জমির বর্তমান বাজার মূল্য এবং অন্যান্য আইনী ব্যয়কে বিবেচনায় নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া তৈরি করে।
৯	বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের স্থানান্তর সহায়তা প্রদান	যদি জেলা প্রশাসক বিবেচনা করে যে কাঠামোটি সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়, তবে তিনি স্থান পরিবর্তন করে ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন তবে আইনের আওতায় নগদ ক্ষতিপূরণ দিবেন না।	২০১৭ আইন, জমিও সম্পত্তির প্রত্যক্ষ ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যতীত বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত স্থানান্তর সহায়তা দেয়না। অতএব, আইন ২০১৭, এআইআইবিই এসএস ২ অনুসরণ করে না। আরপিএফ স্থানান্তর সহায়তায় বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের স্থানান্তরের জন্য যোগ্যতা

			এবং এনটাইটেলমেন্ট নির্ধারণ করে, যার মধ্যে স্থানান্তর ভাতা, উদ্ধার উপকরণের অধিকার এবং ব্যবসায়িক ও কর্মসংস্থানের ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত ক্রান্তিকালীন সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
১০	জমির আইনে মালিক ছাড়াও অবৈধ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির পুনর্বাসন সহায়তা এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য	২০১৭, আইন-এ এই বিধান নেই	আইন ২০১৭, এআইআইবিই এসএস ২ এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি আইআইবিই সাথে জাতীয়আইন/নীতিতে একটি প্রধানপার্থক্য। আইন, ২০১৭ তে কেবল আইনী মালিকদের বিবেচনা করে এবং অবৈধ দখলদারদের উপেক্ষা করে। আরপিএফের উদ্দেশ্য হল, কাঠামোটি নির্ধারিত জমির আইনী অবস্থান নির্বিশেষে শারীরিকভাবে বাস্তুচ্যুত বা অর্থনৈতিকভাবে বাস্তুচ্যুত সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করে। আদমশুমারির জরিপের সমাপ্তি চূড়ান্ত তারিখ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং চূড়ান্ত তারিখের আগে তালিকাভুক্ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সহায়তার জন্য যোগ্য হবেন।
১১	পরামর্শের জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাটি একটি অ্যাক্সেসযোগ্য স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য অংশীদারদের জন্য বোঝার মতো একটি ভাষায় প্রকাশ করা	অধ্যাদেশ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি নিশ্চিত করে	আইনের অধীনে আরপিএফ প্রকাশের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, যেখানে এআইআইবি-র ইএসএস ২ তে এটি প্রকাশের প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রতিটি পুনর্বাসনের কর্মপরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, এনটাইটেলমেন্টের সাথে স্থানীয়ভাষায় (বাংলা) প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ করা হবে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা কার্যকরকারী সংস্থার ওয়েবসাইট এবং এআইআইবিই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে, যা এই আরপিএফ নিশ্চিত করে।

১২	উন্নয়ন প্রকল্প বা প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন চালানো এবং পুনর্বাসনের পুরো ব্যয় প্রকল্পের ব্যয় এবং সুবিধায় অন্তর্ভুক্তকরণ।	আইন ২০১৭, এ জমি অধিগ্রহণ এবং সম্পদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্ত ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রয়েছে। তবে এটি অন্যান্য সহায়তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয় এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করে না।	আইন ২০১৭ আংশিকভাবে এআইআইবি ইএসএস ২ এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে কারণ এটি কেবল ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে কাজ করে। পুনর্বাসন কাঠামো আইনী এবং অবৈধ দখলদার উভয়ের যোগ্যতা নিশ্চিত করে পুনর্বাসন প্যাকেজের অংশ হিসেবে ক্ষতিপূরণ এবং বিভিন্ন ধরনের পুনর্বাসন সহায়তা দান করে।
১৩	শারীরিক বা অর্থনৈতিক বাস্তবায়িত হওয়ার আগে ক্ষতিপূরণ প্রদান	আইন ২০১৭, এর বিধান রয়েছে যে ক্লায়েন্ট দ্বারা অধিগ্রহণকৃত জমি দখলের আগে সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।	আইন ২০১৭, এআইআইবি ইএসএস ২ এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
১৪	পুনর্বাসনের ফলাফলগুলো এবং বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান ও তাদের প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন	আইন ২০১৭, এ এটি এত স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি।	আইন ২০১৭, এআইআইবি ইএসএস ২ অনুসরণ করে না। আরপিএফ-এ, নির্বাহী সংস্থার মাধ্যমে একটি পর্যবেক্ষণ সিস্টেমের জন্য বিস্তারিত বিধান রয়েছে। নির্বাহী সংস্থা পুনর্বাসন পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং বহিঃ পর্যবেক্ষণ বিশেষজ্ঞের দ্বারা অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ যাচাই করা হবে।

অধ্যায় ৩ - জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন

৩.১ জমির ক্ষতি

জমির ক্ষতির জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে ক্ষতিপূরণ গণনা করা হবে:

- কৃষিজমি, পুকুর ও বাগানের জন্য: বর্তমান বাজার মূল্য + ১০% নিবন্ধকরণ এবং অন্যান্য ব্যয় হিসাবে + এক বছরের ফসল, মাছ, ফল ইত্যাদির জন্য ১০%;
- আবাসন ও বাণিজ্যিক জমির জন্য: বর্তমান বাজার মূল্য +এটির ১০% নিবন্ধকরণ এবং অন্যান্য ব্যয় হিসাবে + জমি উন্নয়নের জন্য এর আরও ১০%;

প্রতিটি প্রকল্প জেলায়, জমির বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমির ফসল, মাছ, ফলমূল ও জমি উন্নয়নের জন্য সম্পত্তিমূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠিত হবে।

৩.২ অবকাঠামোর ক্ষতি

অবকাঠামোর ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ নিম্নলিখিত উপায়ে গণনা করা হবে:

- গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) হার অনুসারে কাঠামোর বর্তমান মূল্য;
- স্ট্রাকচার ট্রান্সফার গ্রান্ট (এসটিজি) হিসাবে অবকাঠামোর মানের ১২.৫%;
- স্ট্রাকচার পুনর্গঠন অনুদান (এসআরজি) হিসাবে অবকাঠামোর মূল্যের ১২.৫%;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পিআইএ) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকরা বিনা মূল্যে সমস্ত উদ্ধারযোগ্য উপকরণগুলো সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি পাবে।

অবকাঠামোর ক্ষতি, স্থানচ্যুতি এবং নগদ ক্ষতিপূরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে ব্যবসায় এবং বাড়ি কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, এটি সমস্ত প্রকল্পে বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম/মূল অংশ।

৩.৩ ফসল ও গাছের ক্ষতি

ফসল ও গাছের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ নিম্নলিখিত উপায়ে গণনা করা হবে:

- সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত গাছের বর্তমান বাজার মূল্য;
- ফলের ক্ষতিপূরণ সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পিআইএ) কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকরা বিনা মূল্যে উদ্ধারযোগ্য উপকরণ গ্রহণের অনুমতি পাবেন।

৩.৪ কমিউনিটি অবকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সমূহ

ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি সম্পত্তি হল বেশিরভাগ মাদ্রাসার সাথে সংযুক্ত মসজিদ। উল্লেখ্য যে, গাছসহ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিনা মূল্যে সমস্ত উদ্ধার যোগ্য উপকরণগুলো সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের হার সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি, প্রাসঙ্গিক সরকারী বিভাগ গুলোর সহায়তায় নির্ধারণ করবে।

৩.৫ জেডার প্রভাব

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সমস্তু মহিলা প্রকল্প বাস্তবায়িত ব্যক্তি দুর্বল হিসাবে বিবেচিত হবে। তদনুসারে, বাস্তবায়িত মহিলা ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা এবং প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য প্রকল্পের প্রভাবে, প্রভাব ও প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলাদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করা হবে।

৩.৬ পুনর্বাসন পরামর্শ

পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল প্রকল্পের নকশা, প্রশমন ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থা, প্রকল্প-সুনির্দিষ্ট ভিত্তিতে উন্নয়ন সুবিধা এবং সুযোগগুলো ভাগ এবং বাস্তবায়ন করা। এর আগে অনেক প্রকল্পে পরামর্শ/ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনস (এফজিডি) কেবল সামাজিক মূল্যায়নের নয়, বরং প্রতিকূল প্রভাব গুলো হ্রাস, নকশার উন্নতি এবং প্রভাব নির্ধারণের সুবিধার্থে পরামর্শ সহায়তা করেছে। প্রকল্পটির ফলে বাস্তবায়িত ব্যক্তি এবং অত্র এলাকার ব্যক্তিসমূহের রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রকল্পের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নের জন্য এই মিটিং করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার (আরএপি) জন্য আরও বিশদ এফজিডি এবং পরামর্শ প্রয়োজন।

৩.৭ আয় এবং জীবন ধারার উপর প্রভাব

ব্যবসায়িক ক্ষতিতে, ব্যবসায় থেকে ছয় মাসের নিট আয়ের সমপরিমাণ নগদ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করা হবে যেখানে সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা প্রতি মাসে নিট আয় নির্ধারণ করা হবে। ভাড়া দেওয়া কাঠামো থেকে আয়ের ক্ষতি সম্পর্কে, মালিকদের সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত ছয় মাসের ভাড়া সমপরিমাণ দেওয়া হবে। আসন্ন প্রকল্প থেকে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ব্যবসায় উদ্যোগের প্রতিটি কর্মচারীকে সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রতিটি পরিবারের সুবিধার জন্য নগদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

অধ্যায় ৪ - মালিকানার কাঠামো

৪.১ সামগ্রিক নীতি

প্রকল্পটির পুনর্বাসনের নীতিটির আওতা হল (ক) সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (খ) ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ এবং (গ) সকল শ্রেণির বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধার বা বাড়ানো। প্রকল্পের হস্তক্ষেপে বাস্তুচ্যুত পরিবার/ব্যক্তি জমি ও অন্যান্য সম্পদের জন্য বাজার মূল্য অনুযায়ী নগদ ক্ষতিপূরণ পাবেন। প্রকল্পের নির্মাণকালীন সময়ে বিঘ্নতা হ্রাস নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সুতরাং, যেসব পরিবার শারীরিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের নিম্নলিখিত ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর সহায়তা এবং ভাতা নীচের নির্দেশিকাগুলো অনুসারে পাবেন:

- ভূমি অধিগ্রহণ, এবং অন্যান্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাব প্রশমনে কার্যকর বিকল্প নকশা প্রণয়ন বা এড়ানো বা হ্রাস করা যাবে;
- অনিবার্য কারণে যেখানে বিকল্প বা এড়ানো সম্ভব নয় সেখানে, একটি সময়সীমাবদ্ধ আরএপি প্রস্তুত করা হবে এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে কমপক্ষে তাদের প্রাক-প্রকল্পের সমান জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা হবে;
- জমি এবং অন্যান্য সম্পদের প্রতিস্থাপন ব্যয় বর্তমান বাজার দরে প্রদান করা হবে এবং আইনী ব্যয় কোন শর্ত ছাড়াই প্রতিস্থাপন ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে;
- ক্ষতিপূরণ, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের তথ্য প্রকাশ এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করে নিশ্চিত করা হবে;
- ক্ষতিগ্রস্ত ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে;
- অবৈধ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (যেমন: অনানুষ্ঠানিক বাসিন্দা বা স্কোয়াটার) জমির ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে একটি জীবিকাভাতা পাবেন এবং জমি ব্যতীত অন্য লোকসানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন;
- আয় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হবে;
- বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের স্থানীয় ভাষা বাংলায় তা প্রকাশ করা হবে;
- ঠিকাদারের জমিটি শারীরিকভাবে দখল নেওয়ার এবং নির্দিষ্ট প্যাকেজে কোনও নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার আগে ক্ষতিপূরণ প্রদান, পুনর্বাসন সহায়তা এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি নিশ্চিত করা হবে;
- অভিযোগ দেখা দিলে সমাধানের জন্য উপযুক্ত অভিযোগ নিরোসন ব্যবস্থা করা।

৪.২ ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য যোগ্যতা

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির তাদের জমি (আইনী মালিক বা অবৈধ দখলদার), কাঠামো, ফসল, গাছ এবং জমি, ব্যবসায়, আয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদির সাথে জড়িত অন্যান্য জিনিসপত্রে ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা পাবে। তবে ক্ষতিপূরণ যোগ্যতা সীমিত থাকবে চূড়ান্ত তারিখ দ্বারা। বিস্তারিত নকশার সময় অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জায়গার মধ্যে চিহ্নিত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার চূড়ান্ত তারিখ বিবেচনা করা হয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রকল্প প্রস্তাবিত জায়গার মধ্যে চিহ্নিত যে কোনও পরিবার বা ব্যক্তি প্রকল্প থেকে ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তার জন্য উপযুক্ত হবে। চূড়ান্ত তারিখের পরে ক্ষতিগ্রস্ত এরিয়ায় উপস্থিত হওয়া বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য হবেনা। তবে, প্রকল্পের বাস্তবায়নের আগে তাদের প্রস্তাবিত জায়গা খালি করা এবং অবকাঠামোগুলো ভেঙে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে পর্যাপ্ত অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। তবে, বাস্তবায়ন পর্যায়ে, যদি নকশায় কোন পরিবর্তন দেখা যায়, তবে বিশদ জরিপ এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিগণ গণনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত পরিবারের তালিকা আপডেট করা হবে।

সরকারী আইন এবং এআইআইবি উভয় নীতিমালা (ইএসএফ) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যোগ্যতা এবং মালিকানার কাঠামো মঞ্জুর করে আরএপি কার্যকর করা হবে। আইন ২০১৭ এর আওতায় জমি এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণের বিধান এবং এআইআইবির নীতি অনুসরণ করে প্রতিস্থাপন ব্যয় এবং অন্যান্য সহায়তা এবং ভাতা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, সমস্ত প্রকারের ক্ষতিপূরণ এবং অনুদান সরকারী কর থেকে মুক্ত হবে।

৪.৩ ক্ষতিপূরণ ইউনিট হার নির্ধারণ নীতিমালা

সম্পদের প্রতিস্থাপনের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতি, এবং সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় লেনদেনের ব্যয়ও নিশ্চিত করা দরকার। মূল্যায়ন পদ্ধতি, আইন ২০১৭ অনুযায়ী জমি এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণের বিধান এবং এআইআইবির নীতি অনুসরণ করে প্রতিস্থাপন ব্যয়, অন্যান্য সহায়তা এবং ভাতা নির্ধারিত হবে। যে কোন শারীরিক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয় যথেষ্ট হতে হবে যেন কমপক্ষে নূন্যতম জীবন মান গ্রহণের আবাসন ক্রয় বা নির্মাণে সক্ষম হয়। প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণের জন্য, মূল্যায়ন পদ্ধতিটি নথিভুক্ত করে পুনর্বাসনের পরিকল্পনার দলিল গুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। লেনদেনের ব্যয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক চার্জ, নিবন্ধকরণ বা রেজিস্ট্রেশন ফি, যুক্তিসঙ্গত স্থানান্তর ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়। প্রতিস্থাপন ব্যয়ে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য, পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণ হার ক্ষেত্রবিশেষে আপডেটের প্রয়োজন হতে পারে যেখানে মুদ্রাস্ফীতি বেশি বা ক্ষতিপূরণ হার গণনা এবং ক্ষতিপূরণ বিতরণের সময়কালের মধ্যে ব্যাপক ফারাক রয়েছে।

৪.৪ পরামর্শ ও তথ্য প্রচার

পরামর্শ ও অংশগ্রহণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অংশীদারগণ তাদের উপর প্রকল্প প্রভাব, উন্নয়ন উদ্যোগ, প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এটি মূলত অংশীদারদের মধ্যে যারা সরাসরি প্রভাবিত (ইতিবাচক বা প্রতিকূল), প্রকল্পের পরামর্শদাতা, নাগরিক সমাজ এবং বৈদেশিক দাতা সংস্থা সমূহের মধ্যে একটি সক্রিয় এবং চলমান প্রক্রিয়া। যা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রাথমিক ও সঠিক তথ্য প্রচারে প্রতিকূলতা হ্রাস ও ভুলধারণা দূর করে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের আস্থা তৈরি করে। এই অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রকল্প চক্রের সমস্ত পর্যায়ে তথ্য প্রচার এবং পরামর্শ সম্বলিত হয়, এবং যার মাধ্যমে লোকাল জনগণ সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শিখতে পারে এবং প্রকল্প দলটি লোকাল জনগণের গতিশীলতা সম্পর্কে অবগত হবে। কোন প্রকল্পে তথ্য প্রচার এবং অংশীদারদের পরামর্শ প্রকল্প প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক সামাজিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে শুরু হয় এবং প্রকল্প প্রস্তুতির কার্যক্রম হিসাবে অব্যাহত থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিয়মিতভাবে প্রকল্পের তথ্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং তার আগে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।

অধ্যায় ৫ মালিকানাধীন সূচক এবং প্রশমন ব্যবস্থা

৫.১ মালিকানাধীন সহায়তা এবং উপকার

এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামোর (আরপিএফ) প্রাথমিক লক্ষ্য হল প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ততা (তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা) রোধ করার জন্য প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি (সাধারণ সম্পত্তিসহ) এবং বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং যতটা সম্ভব তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে বা কমপক্ষে তাদের প্রাক-স্থানচ্যুত পর্যায়ে পুনর্বাসন করতে সহায়তা করা।

প্রকল্পে সড়ক প্রশস্তকরণের জন্য কিছু জমি ব্যক্তিগত মালিকদের কাছ থেকে অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। তদুপরি, কিছু অবকাঠামো প্রকল্পের রাস্তার বিভিন্ন অংশে প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে এর মধ্যে অবস্থিত এবং এগুলো জমিসহ বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া, প্রক্রিয়াটিতে বাস্তবায়িত পরিবারের সদস্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পূর্বোক্ত হিসাবে প্রস্তাবিত বেসরকারী সম্পত্তি ছাড়াও, সাধারণ/কমিউনিটি সম্পত্তি যেমন মসজিদ, কবরস্থান এবং স্কুলও প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রভাবিত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তিগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং সাধারণ সম্পত্তিগুলো আরএপি এর আওতায় আসে। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় উৎপন্ন নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব প্রশমিতকরণ ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়ার জন্য আরএপি তৈরি করা হয়েছে।

এআইআইবির নীতিমালা মেনে, প্রস্তাবিত বিস্তৃত মালিকানাধীন নিম্নলিখিত ম্যাট্রিক্সে দেওয়া হয়:

ক্ষতির ধরণ	মালিক ব্যক্তি	মালিকানাধীন সূচক
১। সকল প্রকারের জমি	জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত আইনী মালিক	<ul style="list-style-type: none"> কৃষিজমি, পুকুর ও বাগানের জন্য: বর্তমান বাজার মূল্য + ১০% নিবন্ধকরণ এবং অন্যান্য ব্যয় হিসাবে + এক বছরের ফসল, মাছ, ফল ইত্যাদির জন্য ১০%; আবাসন ও বাণিজ্যিক জমির জন্য: বর্তমান বাজার মূল্য + এটির ১০% নিবন্ধকরণ এবং অন্যান্য ব্যয় হিসাবে + জমি উন্নয়নের জন্য এর আরও ১০%; প্রতিটি প্রকল্প জেলায়, জমির বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমির ফসল, মাছ, ফলমূল ও জমি উন্নয়নের জন্য সম্পত্তিমূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠিত হবে
২। সব ধরণের অবকাঠামো	আইনী মালিক	<ul style="list-style-type: none"> গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) হার অনুসারে কাঠামোর বর্তমান মূল্য; স্ট্রাকচার ট্রান্সফারথ্যান্ট (এসটিজি) হিসাবে অবকাঠামোর মানের ১২.৫%; স্ট্রাকচার পুনর্গঠন অনুদান (এসআরজি) হিসাবে অবকাঠামোর মূল্যের ১২.৫%; প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পিআইএ) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকরা

		বিনা মূল্যে সমস্ত উদ্ধারযোগ্য উপকরণগুলো সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি পাবে।
৩। সব ধরনের গাছ	আইনী মালিক	<ul style="list-style-type: none"> ■ সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত গাছের বর্তমান বাজার মূল্য; ■ ফলের ক্ষতিপূরণ সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে; ■ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পিআইএ) কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকরা বিনা মূল্যে উদ্ধারযোগ্য উপকরণ গ্রহণের অনুমতি পাবেন।
৪। ব্যবসায় থেকে আয়ের ক্ষতি	আইনী মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	ব্যবসায় থেকে ছয় মাসের সমপরিমাণ নগদ ক্ষতিপূরণ এবং প্রতি মাসে নিকট আয় সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে।
৫। ভাড়া দেওয়া অবকাঠামো থেকে আয়ের ক্ষতি	আইনী মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	মালিকদের ছয় মাসের ভাড়ার পরিমাণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে।
৬। ব্যবসায়ের কর্মচারী	আইনী মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীকে ১৮,০০০ টাকা: ৬,০০০ X ৩ মাসের জন্য দেওয়া হবে।
৭। গৃহস্থালী সুবিধা	আইনী মালিক	প্রতিটি ভিন্ন ধরনের সুবিধার জন্য নগদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হবে।
৮। ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত ব্যক্তি	মহিলা, আদিবাসী, বৃদ্ধ, সম্পূর্ণ অক্ষম এবং অতি দরিদ্র	প্রতিটি ভিন্ন ধরনের দুর্বলতার জন্য প্রতিটি বাস্তবায়িত ব্যক্তি নগদ অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাবে। যদি কোনও বাস্তবায়িত ব্যক্তি একাধিক সূচক দ্বারা দুর্বল হিসাবে বিবেচিত হয় তবে তিনি প্রতিটি সূচকে ৫০০০ টাকার সমপরিমাণ হিসেবে পাবেন।
৯। আদিবাসী মানুষ	আদিবাসী মানুষ	সকল আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে বিবেচিত হবে এবং প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্তকে নগদ অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও, তারা উপরের ক্রম -৮ অনুসারেও অনুদান পাবে।
১০। ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি সম্পদ	আইনী মালিক	সকল ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি সম্পত্তি কমিউনিটির পছন্দসই জায়গাগুলোতে স্থানান্তরিত হবে যদি কমিউনিটি পরিবর্তে নগদ ক্ষতিপূরণ চায়, তবে পরিমাণটি ক্রম: ১-৭ এর অধীনে নির্ধারণ করা হবে।

১১। যখন জমির একটি অংশ অধিগ্রহণ এলাকার মধ্যে থাকে	আইনী মালিক	জমি অধিগ্রহণে যদি অপরিাপ্ত অংশ বিদ্যমান থাকে যা তাদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে/বসবাসের অপরিাপ্ত হবে, তবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চলাকালীন অবশিষ্ট জমি এবং অবকাঠামো গুলোর অপরিাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
১২। আয় এবং কর্মসংস্থান হ্রাসকারীদের সহায়তা	আইনী মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	পুনর্বাসন সহায়তা কেবল তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির জন্যই নয়, বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের জীবন-জীবিকা ও জীবনযাত্রার মান ফিরিয়ে আনার জন্য একটি রূপান্তরকালীন সময়ও সরবরাহ করা হবে। এই ধরনের সহায়তা স্বল্পমেয়াদী চাকরি, জীবিকা নির্বাহের সহায়তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক কর্মীদের বেতন, ব্যবসায় এবং ভাড়াটে অবকাঠামো থেকে আয় হ্রাস ইত্যাদি।
১৩। মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি ও দুর্বল বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা	আইনী মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	বাস্তুচ্যুত, দরিদ্র, ভূমি, জাতিগত সংখ্যালঘু, মহিলা, শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের বিবেচনা করতে হবে এবং প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে সকল ঝুঁকি চিহ্নিত করে প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা প্রদান করা উচিত, যা আর্থ-সামাজিক সূচকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
১৪। গৃহস্থালি এবং বাণিজ্যিক জমি খালি করার সময়	আইনী মালিক	স্থানচ্যুতির আগেই সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং স্থানান্তরকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তি হবে। স্থানান্তরের পূর্বে পুনর্বাসনের জায়গায় পর্যাপ্ত নাগরিক অবকাঠামো সরবরাহ করতে হবে। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির পরে, জমি উন্নয়ন ও স্থানান্তরের জায়গায় নতুন কাঠামো নির্মাণের জন্য বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের ৬ মাস সময় দেওয়া প্রয়োজন।
১৫। আরএপি এবং এর বাস্তবায়নে পর্যাপ্ততা এবং দক্ষতা	আইনী মালিক	কার্যকর আরএপি প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা পিইএ এবং পিআইএ করবে। এর মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, তদারকি, পরামর্শ, এবং পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মানব সম্পদের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
১৬। অভ্যন্তরীণ পণ্য এবং অবকাঠামোর উপকরণ স্থানান্তর	আইনী মালিক	যারা বাড়ি এবং / বা ব্যবসায় সম্পদ হারাবেন তাদের কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণের ৫% সমতুল্য একটি অনুদান দেওয়া হবে

১৭। ক্ষতিপূরণ অর্থের উপর কর	আইনী মালিক	সকল ক্ষতিপূরণ এবং অনুদানকে সরকারী কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে
১৮। বাস্তুচ্যুত বাড়ি এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তর	আইনী মালিক	যখন বেশ কিছু বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি একত্রে স্বতন্ত্র ভাবে বাস্তুচ্যুত হয় তখন পুনঃস্থাপন করা হয় যা সড়ক প্রকল্পে খুবই বিরল। যদি কোন স্থানান্তরিত হওয়ার স্থান থাকে তবে আগত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সেখানে বাজার মূল্যে জমি কিনতে হবে এবং স্থানান্তরের জায়গা অবশ্যই হারানো জমির আকারের বেশি হবে না

দ্রষ্টব্য: এই ম্যাট্রিক্স গুলোতে সংজ্ঞায়িত না হওয়া যে কোনও অপ্রত্যাশিত প্রভাব এবং সমস্যাগুলো জেভিসি এবং সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তের জন্য জিআরসি-এর নোটিশে দেওয়া হবে।

৫.২. আয় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন

মোট পুনর্বাসন প্যাকেজ : প্রতিস্থাপন মূল্যে নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং অসহায় ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-দের নগদ অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি যখন একটি ছোট অঞ্চল থেকে সকলেই স্থানচ্যুত হয়, তখন তাদেরও স্থানান্তর হয় (যখন কোন বাজার বা গ্রাম পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়)। সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানান্তরের স্থানে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

এই সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য বরাবর বসবাসরত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। যার ফলে সামান্য বাজার বা গ্রামও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং পুনর্বাসন প্যাকেজের আওতায় প্রতিস্থাপন মূল্যেও নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান, অসহায় ও চাকুরী হারানো বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-দের নগদ অনুদান, IGA প্রশিক্ষণ এবং এ অঞ্চলে কর্মরত এনজিও গুলোর সাথে দরিদ্র বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫.৩. কমিউনিটি সম্পদ এবং অবকাঠামো

নিজস্ব এবং সরকারী উভয়ের মালিকানাধীন জমির বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির বেশিরভাগই ব্যবসার সাথে জড়িত। সাধারণত তাদের পেশার ধরনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃষি, ব্যবসা, পরিষেবা, মজুর এবং অন্যান্য। কমিউনিটির মালিকানাধীন এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত অবকাঠামো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিষেবা সরবরাহ করে থাকে (উদাহরণস্বরূপ: স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, কবরস্থান, খেলারমাঠ, অফিস, হাসপাতাল ইত্যাদি)। এই সব প্রতিষ্ঠান সমূহ কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধরনের বিস্তার সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

৫.৪. অসহায় পরিবারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে, প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুহারাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মহিলা, ৬০ বছরের উর্দে বয়স্ক ব্যক্তি, দরিদ্র নৃতাত্ত্বিক উপজাতি, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অসহায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সকল ধরনের অসহায়দের সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি নগদ অনুদান করে থাকবে। উল্লেখ্য যে, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-দের মধ্যে যদি একাধিক অসহায় সূচক পাওয়া যায়, যে কয়জন অসহায় ব্যক্তি পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে নগদ অনুদান প্রদান করা হবে।

অধ্যায়-৬ : ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি

৬.১ নিশ্চিতকরণ সমীক্ষা

জাতীয় আইন এবং AIB-এর নীতিমালা অনুসরণ করে নিশ্চিত করণ সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিয়ত পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের কাজের পূর্বে এবং কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অংশীদারদের (Stakeholder) সম্পৃক্ত রাখা হবে।

৬.২ ক্ষতি পূরণের হিসাব

যে কোন জমির ক্ষতির জন্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। PWD কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী অবকাঠামোগত ক্ষতির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী গাছপালা এবং ফসলের ক্ষতিপূরণ হিসাব-নিকাশ করা হবে।

২০১৭ সালের আইন অনুযায়ী ৪ ধারা নোটিশ জারির পর থেকে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণকৃত সম্পদের “বাজার মূল্য” নির্ধারণ করবেন। সরকারী অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণের জন্য জমির নির্ধারিত মূল্যের ২০০% প্রিমিয়াম (পুরস্কার বা পরিতোষিক) মূল্য যুক্ত করবেন। অবকাঠামো, শস্য এবং গাছপালার ক্ষতির জন্য জেলা প্রশাসক ১০০% পরিতোষিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে যোগ করবেন। যদি ক্ষতি পূরণের পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিতর্ক থাকে, তাহলে তা নিষ্পত্তির এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সুযোগ থাকে। যদি বর্তমান বাজারমূল্য CCL থেকে বেশি হয়, (নির্ধারিত মূল্য + জেলা প্রশাসক দ্বারা নির্ধারিত মূল্য ২০০%) তাহলে বর্তমান বাজার মূল্য থেকে যে পরিমাণ প্রাপ্য মূল্যের মধ্যে পার্থক্য হবে তা সওজ, RAP বাস্তবায়নকারী NGO এর মাধ্যমে প্রদান করবে।

৬.৩ অসহায় পরিবারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে, প্রকল্পের দ্বারা বাস্তবায়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মহিলা, ৬০ বছরের উর্দে বয়স্ক ব্যক্তি, দরিদ্র নৃতাত্ত্বিক উপজাতি, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অসহায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সকল ধরনের অসহায়দের সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি (PAVC) নগদ অনুদান করে থাকবে। উল্লেখ্য যে, বাস্তবায়িত ব্যক্তি-দের মধ্যে যদি একাধিক অসহায় সূচক পাওয়া যায়, যে কয়জন অসহায় ব্যক্তি পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করেনগদ অনুদান প্রদান করা হবে।

৬.৪ অসম জেডার প্রভাব নিরূপণ

বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক চিত্র বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মহিলাদের পুরুষদের থেকে বেশি সংগ্রাম করতে হয়। আর তাই মহিলা বাস্তবায়িত ব্যক্তি বা পুরুষদের থেকে বেশি পরিমাণ সুযোগ- সুবিধা পাওয়ার দাবিদার। যেহেতু সকল মহিলাদের অসহায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই সকল বাস্তবায়িত ব্যক্তি-দের সামাজিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত অবস্থাগুলো সংগ্রহ করতে হবে যাতে করে ঐ সব জনগোষ্ঠীর অসহায় অবস্থা প্রকাশ পায়।

অধ্যায় ৭ : আয় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন

৭.১ আয় পুনরুদ্ধার কর্মসূচি, সকল ধরনের জীবিকা পুনরুদ্ধার করার একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা

মোট পুনর্বাসন প্যাকেজ : প্রতিস্থাপন মূল্যে নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং অসহায় ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-দের নগদ অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি যখন একটি ছোট অঞ্চল থেকে সকলেই স্থানচ্যুত হয়, তখন তাদেরও স্থানান্তর হয় (যখন কোন বাজার বা গ্রাম পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়)। সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানান্তরের স্থানে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

এই সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে রাস্তার মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-রা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। এখানে সামান্য বাজার বা গ্রাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং পুনর্বাসন প্যাকেজের আওতায় প্রতিস্থাপন মূল্যেও নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান, অসহায় ও চাকুরী হারানো বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-দের নগদ অনুদান, IGA প্রশিক্ষণ এবং এ অঞ্চলে কর্মরত এনজিও গুলোর সাথে দরিদ্র বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-দের অর্ন্তভুক্ত করা। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি-দেরকে পরিবর্তনশীল জীবিকার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য সমাধান বের করার জন্য একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা বিবেচনা করা উচিত। সম্ভাব্য ফলাফল নির্ধারণের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশ গ্রহণ যা নিম্নরূপভাবে বর্ণিত হতে পারে:

- পুনর্বাসন যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা, হাস করার বিকল্প ব্যবস্থা গুলো চিহ্নিত করা।
- বিস্তারিত ক্ষতির তালিকা এবং ক্ষতির মূল্যায়ন করতে সহায়তা করা।
- স্থানান্তর এবং আয় পুনরুদ্ধারের বিকল্প উন্নয়ন করতে সহায়তা করা।
- বাস্তুচ্যুত পরিবার এবং ব্যবসায়ের জন্য স্থানান্তর স্থানগুলো চিহ্নিত করা।
- উপযুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের (মালিকদের) নির্ধারণ করার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।
- পুনর্বাসনকারীদের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাতের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা।

৭.২ সামাজিক সুরক্ষা সরবরাহ করার পরিমাপক

সামাজিক সুরক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্য হল প্রকল্পের প্রভাবে বিদ্যমান এলাকাতে বসবাসরত দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি শক্তিশালী সুরক্ষা পদ্ধতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে জীবিকার মান উন্নয়ন করে সরকারকে সহায়তা করা।

কিছু নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে : (১) অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসনের সময় অনৈচ্ছুক পুনর্বাসনকারীদের সম্ভাব্য ঘটনাগুলো (involuntary) প্রত্যাশিত; (২) জীবিকার জন্য জমির উপর নির্ভরশীল মানুষগুলো বাস্তুচ্যুত হবে; (৩) প্রকল্পের কার্যক্রম অর্থকরি গাছপালা, উৎপাদনহীন ফলগাছ এবং যে সব গাছ ছায়া দেয় সে সকল গাছপালার ক্ষতিসাধন করবে; (৪) সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোও নির্মাণের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

প্রশমন পদ্ধতিতে কিছু বিষয় অর্ন্তভুক্ত হতে পারে : (১) পুনঃনির্মানের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধাগুলো উন্নত করে স্থানচ্যুতি করা উচিত, এখানে বসবাস বা জমির মূল্যের সুযোগ-সুবিধা সমস্যা হলে তা পরিহার করা উচিত।

(২) জীবিকার জন্য যারা জমির উপর নির্ভরশীল তাদের সাথে পরামর্শক্রমে অন্য কোথাও অনুরূপ সম্ভাব্য স্থানগুলো সনাক্ত করা ; (৩) কোন ধরনের গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার পরিবর্তে পুনরায় গাছ রোপন করা; (৪)

সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল স্থানগুলো এড়িয়ে চলা; (৫) অংশীদারদের সংস্পর্শে থাকা এবং তাদের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে অগ্রগতিগুলো জানানো।

৭.৩ অসহায়দের সহায়তা করার বিশেষ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের প্রচলিতরীতি অনুসারে, প্রকল্পের দ্বারা বাস্ত্বহারাাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মহিলা, ৬০ বছরের উর্দে বয়স্ক ব্যক্তি, দরিদ্র নৃতাত্ত্বিক উপজাতি, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অসহায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সকল ধরনের অসহায়দের সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি নগদ অনুদান করে থাকবে। উল্লেখ্য যে, বাস্ত্বচ্যুত ব্যক্তি-দের মধ্যে যদি একাধিক অসহায় সূচক পাওয়া যায়, যে কয়জন অসহায় ব্যক্তি পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে নগদ অনুদান প্রদান করা হবে।

৭.৪ চিহ্নিত জেভার ইস্যু সমাধান করার ব্যবস্থা

মহিলারা হলেন উল্লেখ যোগ্য ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্ত্বচ্যুত ব্যক্তি-রা অস্থায়ীভাবে স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে মহিলারা পুরুষদের থেকে বেশি পরিমান সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যায়। এটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে বাস্ত্বচ্যুত ব্যক্তি-রা পরিবারের সদস্যরা তাদের ইচ্ছা থাকলে প্রকল্প সম্পর্কিত কাজের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার পাবে। যেহেতু সকল মহিলাদের অসহায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এই বিবেচনাটি মহিলাদের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়ে থাকবে। সকল বাস্ত্বচ্যুত ব্যক্তি-র সামাজিক এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত অবস্থান গুলো তুলে আনতে হবে, যাতে এসব জনগোষ্ঠীর অসহায় অবস্থা প্রতিয়মান হয়। এটা তাদের প্রাক-প্রকল্পের সময় আয় ধরে রাখার জন্য নতুন ব্যবসায় উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ধরন নির্ধারণে সহায়তা করবে।

অধ্যায়-৮ঃ পরামর্শ এবং অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া

৮.১ অংশীদারদের (স্টেকহোল্ডার) পরামর্শ

পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে স্টেক হোল্ডাররা উন্নয়ন কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত এবং যে সকল সংস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় তার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এটি মূলত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে একটি সক্রিয় অবিচ্ছিন্ন মিথস্ক্রিয়া, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় (ইতিবাচক অথবা প্রতিকূল), প্রকল্পের প্রত্যাশী সংস্থা, পরামর্শদাতা, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সমূহ। এর মাধ্যমে প্রকল্প কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ প্রকল্পের প্রায়োগিক ও সঠিক তথ্য পেয়ে থাকে, ফলে যে ভয়ের সৃষ্টিতা থেকে শংকামুক্ত হয়, ভুল ধারণা দূর হয় এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে জনগণের আস্থা তৈরী হয়। প্রকল্প পরিচালনার সকল পর্যায়ে তথ্য প্রচার এবং পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। প্রকল্প প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পরামর্শগুলোও শুরু হয় এবং তা প্রকল্প প্রস্তুতির কার্যক্রম হিসাবে চলমান থাকে। প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (এপি) নিয়মিতভাবে RAP প্রস্তুতি প্রাক্কালে এবং বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা হয়। নিম্নে স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শ এবং মতামত প্রকাশের পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্টেক হোল্ডার পরামর্শ এবং প্রকল্প পরিকল্পনা

কার্যক্রম	করণীয় কাজ	সময় তারিখ/ সময়কাল	জনগণের সংখ্যা	সংস্থাস মূহ	প্রতিক্রিয়া / ইস্যু/ উদ্বেগ	মন্তব্য
অংশীদার সনাক্ত করণ	প্রকল্প এলাকায় ম্যাপিং					
প্রকল্পের তথ্য প্রচার	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তথ্য লিফলেট বিতরণ					
প্রকল্পের শুরুর দিকে কি ধরনের কাজের সুযোগ আছে তা নিয়ে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ মূলক বৈঠক	প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব গুলো নিয়ে আলোচনা করা					
আর্থ-সামাজিক জরিপ	প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রকল্পের প্রস্তুতি নেওয়া					
পুনর্বাসনের প্রশমন ব্যবস্থার বিষয়ে পরামর্শ মূলক সভা	প্রকৃত স্বত্বাধিকারী, ক্ষতিপূরণের হার, আয় পুনরুদ্ধার, সাইট নিবাচন, অভিযোগ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা					
পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা RP	প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে স্থানীয় ভাষায় লিফলেট বিতরণ					

কার্যক্রম	করণীয় কাজ	সময় তারিখ/ সময়কাল	জনগণের সংখ্যা	সংস্থাস মূহ	প্রতিক্রিয়া / ইস্যু/ উদ্বেগ	মন্তব্য
RAP-ওয়েবে প্রকাশ করা	দাতা অথবা প্রত্যাশি সংস্থার ওয়েব সাইটে RAP-প্রকাশ করা					
বিস্তারিত জমির পরিমাপের (DMS) সময় পরামর্শ মূলক সভা	প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি বৈঠককরা	DMS এর সময়				
DMS এর পর প্রকাশকরা	প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে Updated RAP প্রকাশকরা	DMS এর পরে				
Updated RAP ওয়েবে প্রকাশ করা	Updated RAP EA এবং AIIB ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা	AIIB, RAP অনুমোদনে র পরে				
(i) বাস্তবায়নের এবং (ii) পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন এই সময় পরামর্শ এবং প্রকাশের ব্যবস্থা						

৮.২ তথ্য প্রকাশ

অনৈচ্ছুক পুনর্বাসন বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা ক্ষতিপূরণ বিষয়ে যে বিষয় গুলো রয়েছে তা স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকাশ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালার সাথে একীভূত হয়ে তথ্য প্রকাশ করা দরকার। AIIB-র কারিগরি সহায়তায় সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারীদের অধিকারগুলো সম্মানের সহিত ধারণ করতে হবে। বাস্তবায়নকারীদের সম্মানের সহিত বিবেচনা করা হবে যাতে টাইটেল, জেডার এবং জাতি সকলেই মর্যাদার সাথে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

৮.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম)

বাংলাদেশের ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী শুরুতেই ভূমি মালিকগণ কোন ধরনের আপত্তি থাকলে তা জমা দিতে পারে। যদি একবার আপত্তি শুনানোও সম্বোধন করা হয় তাহলে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটির পরবর্তী পর্যায়ে পৃথকভাবে ভূমির মালিকরা কোন অভিযোগ আনলে তা উপস্থাপন করার কোন ব্যবস্থা নেই। যেহেতু আইনটি জমি ব্যবহার করে কিন্তু জমির মালিক নন এরূপ ব্যবহারকারীদের স্বীকৃতি দেয়না, তাই আইনী প্রক্রিয়াতে তাদের কথা শুনতে এবং সমাধান করার কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও প্রকল্পের হস্তক্ষেপ এবং সাইটে চলমান নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি এবং তাদের সমাজের মধ্যে পরিবেশগত সামাজিক এবং জনস্বাস্থ্যের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে। কেনাকাটা এবং কাজের গুণগত মানের স্বচ্ছতার বিষয়ে লোকজন আগ্রহী হয়। ভূমি অধিগ্রহণ পুনর্বাসন, ক্রয় এবং সাইটে কাজের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ এবং নালিশ হতে পারে। বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি এবং জমির মালিকানার উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ, ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের মূল্যায়ন, ক্ষতিপূরণ প্রদান, এর পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে বিরোধের মত বিষয় দেখা দিতে পারে। পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিরোধ মোকাবেলা এবং বাস্তবায়নকারী মানুষ ও সমাজের কাছে প্রকল্পের জবাবদিহিতা করার জন্য, প্রকল্পের আওতায় অভিযোগ ও নালিশের ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন,

পরিবেশ সুরক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক উদ্যোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধগুলো সমাধানের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থা হবে। এই প্রক্রিয়াটির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মপরিকল্পনা সৃষ্টিভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্তের সাথে পরামর্শ করে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করা। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক করা এবং বাস্তবায়িত মানুষের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্যা/দ্বন্দ্ব সমাধান করে এবং আইনী ক্রিয়া কার্যকলাপের কালক্ষেপন রোধ করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিরাপদ রাখবে। বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের অসহমত সিদ্ধান্ত অনুশীলন ভূমিবা সম্পদের ক্রিয়াকলাপ এবং নির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য অভিযোগ এবং নালিশ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হয়েছে। পরামর্শ, জরিপ এবং ক্ষতিপূরণের সময় PDP-দের কে মৌখিক বা লিখিতভাবে তাদের অধিকার আদায়ের অভিযোগ মোকাবেলার পদ্ধতি অবহিত করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় PDP-দের আগে থেকেই কাউন্সেলিং এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। যাতে করে অভিযোগগুলো মীমাংসা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা যায়। অত্যন্ত যত্নসহকারে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন নকশা বাস্তবায়ন করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সওজ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি সকলের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ এবং সমন্বয় স্থাপনের মাধ্যমে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন নকশা বাস্তবায়ন করবে।

৮.৪ আইটি ভিত্তিক অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া

উন্নত স্ক্রিনিংয়ের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের দায়ের করা অভিযোগ নথীভুক্ত করার লক্ষ্যে IT-ভিত্তিক অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (GRM) তৈরী করা হবে। এটিপি বাস্তবায়িত ব্যক্তি এবং বাস্তবায়নকারী ইউনিটের মধ্যে সামগ্রিক যোগাযোগ আরও বাড়িয়ে তুলবে।

অধ্যায় ৯: নিরীক্ষণ এবং প্রতিবেদন

৯.১. ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ।

প্রকল্পের সাথে যুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা , স্থানীয় কর্মকর্তা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে, RP বাস্তবায়ন করবেন। এক্ষেত্রে সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং করবেন প্রকল্প পরিচালক। পুনর্বাসন এবং বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বহি মনিটরিং করে প্রকল্প পরিচালক কে Feedback দিতে হবে। পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রভাব, স্থায়ীত্ব এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা অর্জন করতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের অর্থদাতা সংস্থা (আইএসটি) মাঝেমাঝে মনিটরিং করবেন। তাদেরপক্ষে পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ দ্বারা বাস্তবায়নকারী সংস্থার RAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিদিনের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে তিনি মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে জমা দিবেন। একটি সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মনিটরিং দ্বারা প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায়। অনুমোদিত RAP-এর উপর ভিত্তি করে পুনর্বাসন কার্যক্রমের সকল অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, রিপোর্টিং এবং এর ব্যবহার মনিটরিং এ অন্তর্ভুক্ত।

৯.২ জীবিকা পুনরুদ্ধার

ব্যবসা থেকে ক্ষতি হয়ে থাকলে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিগত ছয় মাসের নীট আয়ের সমপরিমাণ নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। আর এ ক্ষেত্রে প্রতিমাসের নীট আয় সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি (PAVC) দ্বারা নির্ধারণ করা হবে। ভাড়া দেওয়া কাঠামো থেকে আয়ের ক্ষতি হলে, মালিকদের সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি (PAVC) দ্বারা নির্ধারিত ছয় মাসের ভাড়া সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি কর্মচারী সম্ভাব্য প্রকল্প দ্বারা বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে, ফলে তাদেরকেও সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি (PAVC) দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। পরিবারের প্রতিটি জিনিস পত্রের জন্য নগদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি (PAVC) দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৯.৩ বহিঃ পর্যবেক্ষণ

বহিঃ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন একটি স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ সংস্থা (EMA) সওজ নিযুক্ত করবে। বহিঃ মনিটরিং RAP বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ ও যাচাই করে তারা দেখবে যে, পুনর্বাসনের লক্ষ্য অর্জন ও জীবনযাত্রার মান পুনরুদ্ধার হয়েছে কিনা, এবং যদি কোন কোন ক্ষেত্রে অর্জন না হয়ে থাকে তাহলে অগ্রগতির জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

বহিঃ মনিটরিং, পুনর্বাসনে সওজ-র PIU-এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে এবং প্রতি ছয় মাস পর পর (অর্ধ-বার্ষিকী) সওজ এবং AIIB কে প্রতিবেদন প্রদান করবে।

বহিঃ মনিটরিং সংস্থা সুরক্ষামূলক সম্মতি বিষয়ে পরামর্শ দিবে এবং যদি উল্লেখযোগ্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সমস্যা চিহ্নিত হয়, তাহলে সমস্যা সামাধান করার জন্য বহিঃ মনিটরিং সংস্থা (EMA) দ্বারা একটি সংশোধন মূলক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হবে।

EMA নিবিড়ভাবে RAP-বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

- PIU, সওজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন গুলো পর্যালোচনা এবং যাচাই করা।
- RAP এবং তথ্য পত্রের প্রকাশের পর্যালোচনা।

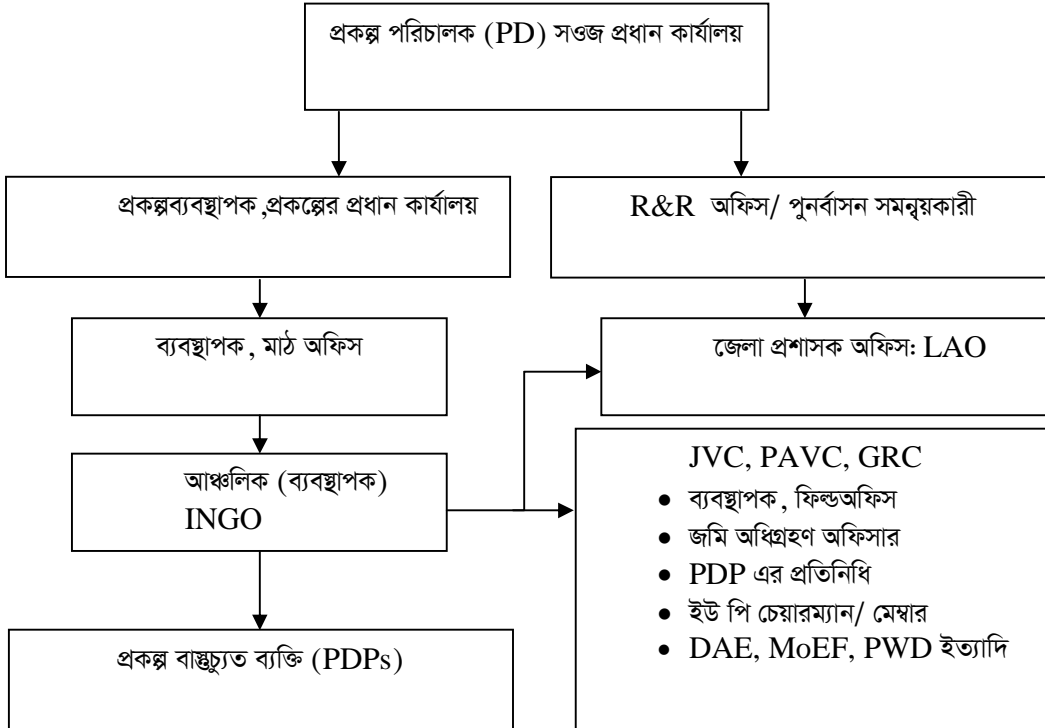
- RAP-র শর্তাদি সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ কিভাবে পরিচালিত হয়েছে তা মূল্যায়ন।
- RAP-তে নির্ধারিত পরিমাণে সমস্ত প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- নির্ভুল জরিপ এবং সম্পদের মূল্য নির্ধারণ।
- অভিযোগ এবং সালিশের মামলা এবং তাদের সমাধানের পর্যালোচনা।
- গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুর্বল প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কর্মসূচি মূল্যায়ন।
- প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি মূল্যায়ন।
- যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে সে গুলো পরবর্তী কর্মসূচিতে প্রয়োগ করা।

এই প্রক্রিয়াতে যদি উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা চিহ্নিত হয়, তাহলে ঐ সব সমস্যা গুলো সমাধানের জন্য সওজ দ্বারা একটি সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে এবং AIIB তে জমা দেওয়া হবে। তাছাড়া পুনর্বাসন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল ভাল কাজ এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল তা বহিঃ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে তুলে ধরবে, যেই অভিজ্ঞতাগুলো পরবর্তী প্রকল্পগুলোর জন্য শিক্ষণীয় হবে।

অধ্যায় ১০: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (RAP) পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য উপর্যুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় অর্ন্তভুক্ত রয়েছে: প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সওজ-এর) মাঠ পর্যায়ের অফিসে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগ, INGO নিয়োগ, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কমিটি গঠন যেমনঃ GRC, JVS, PAVC ইত্যাদি। নিম্নে প্রদত্ত ফ্লোচার্ট-এ SRTPPF-এর আলোকে তৈরী পুনর্বাসন পরিকল্পনার সাথে জড়িত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়গুলো উঠে এসেছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প পরিচালক পুনর্বাসন কর্মকর্তা (CRO) হিসেবে কাজ করবেন এবং তিনি পুনর্বাসনও, প্রতিস্থাপন নীতিসমন্বয়, পরিকল্পনা, মনিটরিং এবং সম্পর্কিত এজেন্সিদের প্রতিবেদন প্রদান করতে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সহযোগীরা CRO কে সহায়তা করবেন। মাঠ পর্যায়ে ফিল্ড অফিসার ইনচার্জ এবং ফিল্ডকর্মীরা CRO কে সহায়তা করবেন। এছাড়াও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি NGO নিয়োগ করা হবে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের জন্য একজন জাতীয় পুনর্বাসন পরামর্শদাতা (NRS) নিয়োগ করা হবে। এই এজেন্সিগুলো এবং RAP বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত অফিসগুলো CRO অফিসের সাথে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে কাজ করবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অফিস এবং কমিটির ধরণ



প্রকল্প ব্যবস্থাপক (PM) পদমর্যাদা হবে সুপারিনটেন্ডেন্ট/ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং প্রতিস্থাপন উপাদান দেখা শুনা করবেন। প্রকল্প পরিচালক (PD)-গণ প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়ে অবস্থান করবেন। প্রকল্প পরিচালককে সহায়তার জন্য একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক (PM)-এর মাধ্যমে PD/CRO-জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক অফিস, বিশেষত জেলা প্রশাসকদের কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সওজ-এর PD-নিম্নলিখিত কার্যক্রমের সূচনা করবেন।

- মাঠ পর্যায়ে অফিস স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ;
- RAP- কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞ INGO নির্বাচন;
- পুনর্বাসন এবং প্রতিস্থাপন কাজে সম্ভাব্য কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন এবং সচেতনতা মূলক কর্মশালা;
- একজন জাতীয় পুনর্বাসন পরামর্শদাতা নিয়োগ।

সওজ জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সাথে কর্মময় সম্পর্ক স্থাপন করবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ পেতে সমন্বয় সাধন এবং কাজের প্রক্রিয়া সরবরাহ করবেন। জনগণের কাছে তথ্য প্রকাশ করা এবং তাদের পরামর্শ করবার সুযোগ করে দিতে INGO- কে দায়বদ্ধ করবেন।

অধ্যায়-১১ঃ সমন্বিত বাজেট এবং কার্যক্রমের সময়সূচি

সওজ-এর প্রধান কার্যালয়ের অধীন প্রকল্প পরিচালক হলেন পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ। তিনি কর্মপরিকল্পনা (RAP) সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত নিবেন। প্রস্তাবিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রায়োগিক কর্মসূচি একটি অপরিহার্য শর্ত এবং এটি একটি বাস্তব চেতনা ও উদ্যম। মূলত প্রকল্পের বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের লোকসানের ক্ষতিপূরণ দিতে এটি প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে:

- ধারাবাহিক সংযোগ ও পরিষ্কার বোঝাপড়া দ্বারা কার্য সম্পাদন করা।
- প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীদের সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করে কার্য বাস্তবায়ন করা।
- সাবধানতার সাথে কার্যবাস্তবায়নের জন্য একটি মেট্রিক্স প্রস্তুত করা।
- সর্বোত্তম কার্যকরী সক্রিয় কমিটি গঠন করা।

সর্বোপরি যেসবসংস্থা RAP বাস্তবায়নের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে আন্তরিক কর্মময় সম্পর্ক স্থাপন করা। বাস্তবায়নেরমূললক্ষ্য হল ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত ব্যক্তিদের যথাসময়ে লোকসানের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, যাতে তারা কমপক্ষে প্রাক-প্রকল্পের সময় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের জীবিকা নির্বাহ করত সেই অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তদানুসারে, RAP নগদ ক্ষতিপূরণ এবং বাস্তবায়িতদের সম্পদ/সম্পত্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করবে। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত ব্যক্তির যাতে ঐ দুই ধরনের সুবিধা পায় তার জন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিকরূপ এবং পরিচালনা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন নীতি কাঠামোয় ব্যবহার করা নির্বাচিত শব্দসমূহ :

আক্রান্ত ব্যক্তি: আক্রান্ত ব্যক্তির (এপি) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ফার্ম অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা বিভিন্নভাবে প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবে; (১) জীবনযাত্রার মানের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে (২) সম্পন্ন বা আংশিক, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অধিকার, স্বত্বাধিকারী, বাড়ীঘর, জমিজমা (আবাসিক, বাণিজ্যিক, কৃষি, বন, চারণভূমি), পানিসম্পদ, কোন চলমান বা স্থিতসম্পদ, অথবা (৩) ব্যবসা, পেশা, কাজের জায়গা বা বাসস্থান অথবা বাস্তু সংস্থান বিরূপভাবে প্রভাবিত, সাথে/ব্যতীত স্থানচ্যুত হওয়া।

সহায়তা: সহায়তা মানে সহযোগিতা, হারানো সম্পদের ক্ষতিপূরণের জন্য অধিকতর নগদ পুনর্বাসন এবং পুনঃরুদ্ধারের ব্যবস্থা।

ক্ষতিপূরণ: স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এবং এই প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন নীতিকাঠামোয় (এসএমআরপিএফ) নির্ধারিত নীতিমালার অধীনে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান, যার মধ্যে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মূল ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আইনী ক্ষতিপূরণ (সিসিএল): প্রত্যাশি সংস্থা কর্তৃক (জেলা প্রশাসক) স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী প্রাপ্ত জমি এবং অন্যান্য সম্পদ, যেমন গাছ, ঘর/কাঠামো ইত্যাদির জন্য গৃহীত ক্ষতিপূরণ, যা ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক) কর্তৃক প্রদান করা হয়।

কাট অব ডেট (চূড়ান্ত তারিখ): এই তারিখ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের সম্পত্তি জরিপে অন্তর্ভুক্তির শেষ তারিখ। চূড়ান্ত তারিখের পরে (কাট-অফ ডেট) ঘর/কাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ জরিপে অন্তর্ভুক্তির দাবি অযোগ্য হয়ে যায়। ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) জমির জন্য, যদি নোটিশ-৪ ধারার আগেই জারি করা হয় তবে এই "কাট-অফ ডেট" গ্রহণযোগ্য হবেনা। এই অবস্থায়, নোটিশ-৪ জারির তারিখই "কাট-অফ ডেট" হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ নোটিশ -৪ ধারা প্রদানের পরে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ।

এনক্রোচার (অনভিপ্রেত দখল): মালিকানাধীন ব্যক্তি বা পরিবার বা নিজেদের জমির সাথে নিকটবর্তী (সাথে লাগানো) সরকারি মালিকানাধীন জমি বা তার কিছু অংশ আইনী অনুমোদন ছাড়াই সংযুক্ত করে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করাই এনক্রোচার (অনভিপ্রেত দখল)।

এনটাইটেলমেন্ট (স্বত্বাধিকার): স্বত্বাধিকারীকে জেলা প্রশাসক অথবা প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা কর্তৃক নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও স্বত্বাধিকারী তার ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালা, ঘরবাড়ি এবং দালান কোঠা ব্যবহার করতে পারবে।

পরিবার: একটি পরিবার সাধারণত কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি এবং একসাথে বসবাস করে এবং একই হাঁড়িতে রান্না করা খাবার খায়। তাদের কেউ কেউ আয় উপার্জন করতে পারে আবার নাও করতে পারে।

আয় পুনরুদ্ধার: প্রকল্প প্রভাবিত পরিবারের সক্ষমতা পুনরায় বৃদ্ধি করে তাদের জীবনযাত্রার মান পুনরুদ্ধার করা যাতে তারা অন্তত প্রাক-অধিগ্রহণ পর্যায়ের নীচে না যায়।

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন: রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং একই বা নতুন স্থানে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করার প্রয়োজন হয়।

খাসজমি: খাসজমি হলো ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন ১ নম্বর খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত দেশের সব রেকর্ডকৃত জমি। এই জমি জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক) এর মাধ্যমে সাধারণত ভূমিহীনদের মধ্যে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের উপযুক্ত উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়।

স্বত্বহীন দখলদার ব্যক্তি/পরিবার (স্কেয়াটার): দরিদ্র ও অসহায়পরিবারবা ব্যক্তি যারা সরকারী জমিতে অনুমোদন ছাড়া বসবাসরত তারা ই স্কেয়াটার। তাদের ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তি (ঘর বা অবকাঠামো, গাছ ইত্যাদি) এবং ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ তারা পাবে।

কনসালটেশন ফ্রেমওয়ার্ক (পরামর্শ কাঠামো): প্রকল্পের প্যাকেজ গুলোতে প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তি বা পরিবারের অংশ এবং স্বার্থগুলো বিবেচনা করে প্রকল্প প্রস্তুতি দলকে গাইড করার জন্য একটি পরামর্শ কাঠামো প্রস্তুত করা হবে যা সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব গুলো বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করবে।

অংশগ্রহণ/পরামর্শ: অংশগ্রহণ হচ্ছে একটি ধারাবাহিক দ্বিপাক্ষীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সুযোগ এবং প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যগুলো অংশীজনদের জানানো হবে। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত "ফিড-ব্যাক" নীতিনির্ধারক ও প্রকল্পের ডিজাইনারদের অবহিত করা হবে। প্রকল্পের নির্দিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে অংশীজনের প্রতিক্রিয়া জানার পাশাপাশি অংশগ্রহণ মূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের পছন্দ, অংশীজনের সাথে সম্পর্ক, তথ্য প্রচার এবং দ্বন্দ্ব সমাধান এ সকল ক্ষেত্রেও পরামর্শ প্রক্রিয়া জোরদারে ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ: অস্থাবর বা স্থাবর বস্তু, সাইট, অবকাঠামো, অবকাঠামোর সমষ্টি এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক অবকাঠামো, ঐতিহাসিক স্থাপত্য, ধর্মীয়, নান্দনিক, বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য এর অন্তর্ভুক্ত। ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ শহরে বা গ্রামীণ পর্যায়ে অবস্থিত হতে পারে এবং মাটির উপরে বা নীচে বা পানিতে অবস্থিত হতে পারে। ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ মূল্যবান বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ এবং জনগণের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও অনুশীলন গুলোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পুনর্বাসন: জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা অন্তত পূর্ববর্তী জীবনমানের সমতুল্য, যা উচ্ছেদের কারণে পুনরায় গড়ে তুলতে হয়।

স্থানান্তর: প্রকল্প-প্রভাবিত পরিবারগুলোকে (পিএপি) ক্ষতির পরিমানের উপর নির্ভর করে বাসস্থান, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা, জমি, স্কুল এবং অন্যান্য সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর ব্যবস্থা করে নতুন স্থানে স্থানান্তর করা। [ক্ষতিগ্রস্তরা যে কোনো স্থানে নিজেদের পছন্দমত স্থানান্তরিত হতে পারে।]

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা : অনৈচ্ছিকভাবে উচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের প্রভাবসমূহ মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতিগুলো পুনর্বাসনের সব পর্যায়ে নির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্বাসননীতি কাঠামো (এসএমআরপিএফ): সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্বাসননীতি কাঠামো (এসএমআরপিএফ) হলো আরএপি'র অনুরূপ একটি দলিল যা উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত অথবা অর্থনৈতিক স্থানান্তরের সঠিক কারণ জানার তৈরি করা হয়। এই ডকুমেন্টে পরবর্তী আরএপি বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা থাকে, বিশেষভাবে পুনর্বাসনের সাধারণনীতিগুলো কীভাবে প্রযোজ্য হবে তা উল্লেখ থাকে।

প্রতিস্থাপন খরচ:

ব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত পুনর্বাসননীতি কাঠামো অনুযায়ী বাজারদর নির্ণয় করে পর্যাপ্ত প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণ করা। মূল্যায়নের এই পদ্ধতি কাঠামোতে সম্পদের অবচয় বিবেচনা করা হয় না। ক্ষতির জন্য যে গুলো সহজ মানদণ্ডে মূল্যায়ন বা ক্ষতিপূরণ করা যায় না যেমন; (সরকারি সেবা, সরবরাহকারীর সেবা, মাছধরা, চারা বা বনভূমিতে প্রবেশাধিকার ইত্যাদি), এর সমতুল্য এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য স্থানগুলোতে প্রবেশাধিকার এবং উপার্জনের সুযোগ তৈরি করা।

স্টেকহোল্ডার (অংশীজন): প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততা আছে এমন ব্যক্তিগণ হচ্ছেন অংশীজন; যেমন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার, দোকান মালিক, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং নাগরিক সমাজ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকলে উল্লিখিত সবাই অংশীজন

টপ-আপ পেমেন্ট (আইনীক্ষতিপূরণ): জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদানকৃত আইনী ক্ষতিপূরণ- (সিসিএল) যা ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির প্রতিস্থাপন বাবদ দেওয়া হয় কিন্তু দেওয়ার পরও বাজার মূল্যের চেয়ে কম হলে সেই অংশটুকু বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হয় তাকেই টপ-আপ পেমেন্ট বলে।